প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের সম্পদ বেড়েছে বহুগুণ

নির্বাচন কমিশনে (ইসি) দাখিল করা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোননয় পত্রের সাথে জমা দেওয়া হলফনামা, দশম ও একাদশ সংসদ নির্বাচনের হলফনামা বিশ্লেষণ করে এ তথ্য জানা গেছে। যা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের থেকেও কয়েক গুণ বেশি।

প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন। তিনি এর আগে দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। একাদশ সংসদে নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য হওয়ার আগে তিনি ঢাকার একটি প্রাইভেট কলেজে শিক্ষকতা করতেন।

গত ১০ বছরে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের রেকর্ড পরিমাণ সম্পদের একটি বড় উৎস হলো কৃষি। এই খাতে বছরে ২৫ লাখ টাকার বেশি আয় করেন তিনি। এছাড়া অন্যন্যা খাতেও তার আয় বেড়েছে।

হলফনামায় তিনি লিখেছেন, কৃষি থেকে তাঁর বছরে আয় ২৫ লাখ ১৮ হাজার টাকা, ব্যবসা থেকে ১৭ লাখ ৭৯ হাজার ৩৭৪ টাকা, শেয়ারবাজার ও ব্যাংক আমানত থেকে ৪ লাখ ২৮ হাজার ২০১ টাকা এবং পারিশ্রমিক, ভাতা, সম্মানী হিসেবে ২৯ লাখ ৭৬ হাজার ২৭৫ টাকা আয় করেন। এই হিসাবে তাঁর আয়ের বড় অংশটি আসে পারিশ্রমিক, ভাতা ও সম্মানী থেকে।

তাঁর নগদ রয়েছে ১ কোটি ৩৬ লাখ ৬০ হাজার ৬৯৬ টাকা, যা পাঁচ বছর আগে একাদশ সংসদ নির্বাচনের সময় ছিল ৬ লাখ টাকা। ১০ বছর আগে সংসদ নির্বাচনের সময় নগদ ছিলো ৯ লাখ টাকা এবং ব্যাংকে জমা ছিলো ১১ লাখ ৭৬ হাজার ২৩৮ টাকা।

এ ছাড়া বর্তমানে তাঁর ব্যাংকে আছে ২৯ লাখ ১ হাজার ৯১৫ টাকা এবং পোস্টাল সেভিংস রয়েছে ৪০ লাখ টাকার, যার অর্ধেক তাঁর স্ত্রীর নামে। তিনি যে গাড়িটি ব্যবহার করছেন তার দাম ৭৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা। তাঁর স্ত্রীর নামে একটি মাইক্রোবাস রয়েছে, যার দাম ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা। তার স্ত্রী মোনালিসার নগদ টাকা রয়েছে ৪৭ লাখ, ব্যাংকে জমা আছে দেড় লাখ, সঞ্চয় পত্র কেনা আছে ২০ লাখ, ব্যবসায়

বিনিয়োগ রয়েছে ৪০ লাখ টাকা।

ফরহাদ হোসেনের নিজের ২৫ ভরি ও স্ত্রীর ১৩০ ভরি স্বর্ণ রয়েছে। স্থাবর সম্পদ হিসেবে তিনি বেশ কিছু জমিজমার তথ্য এবারের হলফনামায় দিয়েছেন। তাঁর কৃষিজমি রয়েছে ২৭৪ শতক। রাজধানীর উত্তরায় ১ হাজার ৬০০ স্কয়ার ফুটের একটি ফ্ল্যাট তাঁর নামে রয়েছে, তবে তা বুঝে পাননি। এ ছাড়া একটি দোতলা পাকা বাড়ি রয়েছে তাঁর।

তবে, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফরহাদ হোসেন যে হলফনামা দাখিল করেছিলেন তা নগদ ও ব্যাংকে জমা মিলিয়ে ২০ লাখ টাকা ছিলো। তখন তিনি কোন গাড়ির মালিক ছিলেন না, ছিলো না কোন কৃষি জমি, ব্যবসা এমনকি কোন ফ্ল্যাট।

একাদশ সংসদ নির্বাচনের সময় দেড় কোটিরও কম টাকার সম্পদের হিসাব পাওয়া যায়। ওই সময় তাঁর কাছে নগদ ছিল ৬ লাখ টাকা। এ ছাড়া তখন তাঁর ছিল ৮০ লাখ টাকা দামের একটি গাড়ি, স্বর্ণ ও মূল্যবান ধাতু ছিল ২০ লাখ টাকার, আসবাব ছিল ৫ লাখ টাকার এবং ব্যবসা ও অন্যান্য সম্পদ ছিল ৩০ লাখ টাকার। ওই বছর তাঁর সঞ্চয়পত্র ছিল ১ লাখ ৫ হাজার ৩৫৩ টাকার। কৃষি থেকে আয় ছিল ৪ লাখ ও অন্যান্য খাত থেকে ৬ লাখ ৬০ হাজার টাকা।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিস থেকে প্রাপ্ত হলফনামা ও নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত হলফনামা বিশ্লেষণ করে এসকল তথ্য পাওয়া গেছে।

কুষ্টিয়ার ৪টি আসনে মনোনয়ন বৈধ ২৯, বাতিল ১৭

কুষ্টিয়ার দুই হেভিওয়েট প্রার্থী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ ও জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুসহ মোট ২৯ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এতে ১৭ জনের মনোনয়ন বাতিল ঘোষনা করেছে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা।

আজ সোমবার সকাল ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত যাচাই-বাছাই শেষে জেলার চারটি আসনে মোট ১৭ জনের মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা।

কুষ্টিয়া-১ আসনে মোট ১৩ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। এর মধ্যে ১ শতাংশ সমর্থকের কাগজপত্র ঠিক না থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী দৌলতপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আল মামুন ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হুদা পটলের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। আর ঋণখেলাপি থাকায় বাতিল হয়েছে পিপলস পার্টির মোহাম্মদ ফজলুল হক এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ফারুক হোসেনের মনোনয়নপত্র।

এখানে নৌকার প্রার্থী বর্তমান সংসদ সদস্য আ কা ম সরওয়ার জাহান বাদশাহ্ ও অন্যতম সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক এমপি রেজাউল হক চৌধুরীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে ১৩ প্রার্থীর মধ্যে যাচাই-বাছাই শেষে ছয়জনের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। ১ শতাংশ সমথর্কের কাগজপত্র ঠিক না থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী ডা. ইফতেখার মাহমুদ ও শরিফুজ্জামানের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। আর ঋণখেলাপি থাকায় বাতিল হয়েছে পিপলস পার্টির এজেএম শাহিদুজ্জামান, বিএনএম’র আরিফুর রহমানের মনোনয়নপত্র। আর আয়কর রিটার্ন দাখিল না করায় স্বতন্ত্র প্রার্থী সৈয়দ কামরুল আরিফিন ও সাম্যবাদী দলের আনোয়ার হোসেন বাবলুর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।

এখানে জাসদ সভাপতি বর্তমান সংসদ সদস্য হাসানুল হক ইনু ও অন্যতম সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মিরপুর উপজেলা পরিষদ থেকে সদ্য পদত্যাগ করা মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কামারুল আরেফিনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে মোট ১০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। এর মধ্যে ১ শতাংশ সমর্থকের কাগজপত্র ঠিক না থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী মোস্তফা কামাল মারুফ ও রাকিবুজ্জামান সেতুর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। আর ঋণখেলাপি থাকায় বাতিল হয়েছে তরিকত ফেডারেশনের মেহেদী হাসান রিজভী ও জাতীয় পার্টির নাফিজ আহমেদ খান টিটোর মনোনয়নপত্র।

এখানে বর্তমান এমপি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ ও স্বতন্ত্র প্রার্থী কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলীর ছেলে পারভেজ আনোয়ার তনুসহ ৬জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া-৪ (খোকসা-কুমারখালী) আসনে দাখিল করা ১০টি মনোনয়নের মধ্যে ঋণখেলাপি থাকায় মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে সাবেক এমপি আব্দুর রউফ ও জাকের পার্টির ফারুক হোসেনের। আর ১ শতাংশ সমর্থকের তথ্য সঠিক না থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী খাইরুল ইসলামের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

এই আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রেসিডিয়াম মেম্বার সেলিম আলতাফ জর্জসহ সাতজনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

১ শতাংশ সমর্থকের কাগজপত্র ভুল থাকা, আয়কর রিটার্ন দাখিলের কাগজপত্র না থাকা ও ঋণ খেলাপি থাকায় প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। বাতিল প্রার্থীরা আগামীকাল থেকে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত আপিল করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক এহেতেশাম রেজা।

চুয়াডাঙ্গায় দুটি আসনে বৈধ প্রার্থী ১৩, বাতিল ৭

আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা দুটি আসনে মোট ২০জন প্রার্থীর মধ্যে ১৩ জনের মনোনয়ন বৈধতা এবং সাতজনের বিভিন্ন কারণে মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে ।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমার সভাপতিত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন বৈধ প্রার্থী ও মনোনয়ন বাতিল প্রার্থীদের নামের তালিকা ঘোষণা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় দুটি আসনে মোট ২০জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা প্রদান করে । প্রার্থীদের ভিতরে মোট তেরো জন প্রার্থীর নির্বাচনী বৈধতা ঘোষণা করা হয় এবং সাতজন প্রার্থীর বাতিল করা হয়। চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে মোট দশ জন প্রার্থীর ভিতরে সাত জনের প্রার্থীতা বৈধতা ঘোষণা করা হয় এবং তিনজনের মনোনয়ন বাতিল করা হয়।বৈধ সাতজন প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলাইমান হক জোয়ার্দার ছেলুন তিনি এবারও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী, স্বতন্ত্র প্রার্থী এম এ রাজ্জাক খান, স্বতন্ত্র প্রার্থী এম শহিদুর রহমান, স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপ কুমার আগরওয়ালা,ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) মনোনীত প্রার্থী ইদ্রিস চৌধুরী, জাকের পার্টির মনোনীত প্রার্থী সালাম উদ্দিন, জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী এ্যাডভোকেট সোহরাব হোসেন।চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে মনোনয়ন বাতিল প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভীন, স্বতন্ত্র প্রার্থী শেখ শামসুল আবেদিন খোকন, তৃণমূল বিএনপির মনোনীত প্রার্থী তাইজাল হক। চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে মনোনয়ন বাতিল তিনজনের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী আফরোজা পারভীনের মনোনয়ন বাতিল করার কারণ উল্লেখ করে চুয়াডাঙ্গা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, হলফনামায় চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার চাকরির বিবরণ তিনি উল্লেখ করেন নাই এজন্য তার মনোনয়ন বাতিল করা হয়। স্বতন্ত্র প্রার্থী শেখ শামসুল আবেদীনের মনোনয়ন বাতিল করার কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য মোট ভোটারদের ১% স্বাক্ষরিত তালিকার তথ্য সঠিক নাই এবং তৃণমূল বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী তাইজাল হকের আয়কর রিটার্ন দাখিল নাই এবং পৌরকর খেলাপি।

অন্যদিকে চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের মোট ১০ জন মনোনয়ন জমা প্রার্থীদের মধ্যে ৬ জনের মনোনয়ন বৈধতা এবং চারজনের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। মনোনয়ন বৈধ প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর তিনি এবারও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) মনোনীত প্রার্থী দেওয়ান ইয়াছিন উল্লাহ, জাকের পার্টির মনোনীত প্রার্থী আব্দুল লতিফ খান, স্বতন্ত্র প্রার্থী আবু হাশেম রেজা, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)মনোনীত প্রার্থী ইদ্রিস চৌধুরী,জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী রবিউল ইসলাম। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বাতিল করা মনোনয়ন

প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মির্জা শাহরিয়ার মাহমুদ, স্বতন্ত্র প্রার্থী নূর হাকিম,স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল মালেক মোল্লা , স্বতন্ত্র প্রার্থী নজরুল মল্লিক।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে চারজন মনোনয়ন বাতিল প্রসঙ্গে চুয়াডাঙ্গা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা বলেন, স্বতন্ত্র প্রার্থী মির্জা শাহরিয়ার মাহমুদের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনের অংশগ্রহণ করার জন্য মোট ভোটারদের ১% স্বাক্ষরিত তালিকা সঠিক তথ্য নাই, স্বতন্ত্র প্রার্থী নূর হাকিমের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য মোট ভোটারদের ১% স্বাক্ষরিত তালিকার সঠিক তথ্য নাই, স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল মালেক মোল্লার বিদ্যুৎ বিল খেলাপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য মোট ভোটারদের ১% স্বাক্ষরিত তালিকা সঠিক তথ্য নেই, স্বতন্ত্র প্রার্থী নজরুল মল্লিকের ঋণ খেলাপি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য মোট ভোটারদের স্বাক্ষরিত তালিকা ১% তথ্য সঠিক নয়।

বৈধ ও বাতিল মনোনয়ন প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পরবর্তীতে চুয়াডাঙ্গা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা জানান যাদের মনোনয়ন বিভিন্ন কারণে বাতিল করা হয়েছে তারা আগামী ৯ (ডিসেম্বর) পর্যন্ত নির্বাচন সচিব বরাবর আপিল করতে পারবে।

মেহেরপুর-২ আসনে ৯ জন বৈধ, ৫ জন অবৈধ ও ১ জনের মনোনয়ন স্থগিত ঘোষণা

আরপিও’র ১৯৭২ এর ১৪ অনুচ্ছেদের কয়েকটি ধারা অনুযায়ী মেহেরপুর-২ আসনে ৯ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ, ৫ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল এবং ১ প্রার্থীর মনোনয়ন স্থগিত করেছেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা শামীম হাসান।

আজ রবিবার সকাল ১০ টা থেকে দুপুুর ১ টা পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা শামীম হাসানের সম্মেলন কক্ষে মনোননয়ন যাচাই বাছাই শেষে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মেহেরপুর-২ আসনের মনোনয়ন বাতিল হওয়া প্রার্থীদের অ্যাডভোকেট রাশিদুল হক জুয়েল সদ্য গাংনী উপজেলা পরিষদ থেকে পদত্যাগ কারী ভাইস চেয়ারম্যান। মনোনয়নপত্রে তার এক শতাংশ ভোটারের সত্যতা না পাওয়া ও ভোটারের জাল স্বাক্ষরের কারণে তার মনোনয়ন বাতিল করা হয়।

একই কারণে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী সাবেক ছাত্রলীগ নেতা নুরুল ইসলাম, আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেসুর রহমান মুকুল, উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য জাহাঙ্গীর আলম বাদশা ও স্বতন্ত্র আশরাফুল ইসলামের মনোনয়ন বাতিল করা হয়।

এছাড়া হলকনামায় উল্লেখিত শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র দিতে না পারায় বাংলাদেশ কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী আল ফারুকের মনোনয়ন স্থগিত করা হয়।

মেহেরপুর-২ আসনের বৈধ প্রার্থীরা হলেন- আওয়ামী লীগ প্রার্থী আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বর্তমান সংসদ সদস্য স্বতন্ত্র প্রার্থী সাহিদুজ্জামান, স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, তৃনমূল বিএনপির আব্দুল গনি, এনপিপির গোলাম রসুল, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের শাহ জামাল, ওয়ার্কাস পার্টির নুর আহমেদ বকুল, জাকের পার্টির সামসুদ্দোহা, জাতীয় পিার্টর কিতাব আলী।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা শামীম হাসান জানান, যাদের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। তারা সংক্ষূব্ধ হলে আপিল করতে পারবেন।

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ বঙ্গবন্ধু আওয়ামী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা

উৎসবমূখর পরিবেশে চুয়াডাঙ্গা জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচন-২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে ১৫ টি পদের মধ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১২ টি পদে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্যানেল নিরংকুশ বিজয়লাভ করেছে। একটি সম্পাদক পদসহ ৩টি পদে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ঐক্য পরিষদ জয়লাভ করেছে।

গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৭টায় জেলা আইনজীবী সমিতি ভবনে ভোট গণনা শেষে নির্বাচন পরিচালনা উপ-পরিষদের আহ্বায়ক অ্যাড. মো. শাহ আলম ফলাফল ঘোষনা করেন। এসময় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির দুই সদস্য অ্যাড. তসলিম উদ্দিন ফিরোজ ও অ্যাড. মাসুদ পারভেজ রাসেল উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনে সভাপতি পদে মহ. শামসুজ্জোহা ৮২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি আব্দুল খালেক ৭১ ভোট ও সৈয়দ হেদায়েত হোসেন আসলাম ৩৯ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক পদে তালিম হোসেন ৬৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি ফজলে রাব্বী সাগর ৬৩ ভোট ও আহসান আলী ৬০ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ ও সম্মিলিত আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের মনোনীত সভাপতি প্রার্থী মহ. শামসুজ্জোহা, সহ-সভাপতি পদে আকসিজুল ইসলাম রতন ও কাইজার হোসেন জোয়াদ্দার্র শিল্পী, সাধারণ সম্পাদক পদে তালিম হোসেন, যুগ্ম-সম্পাদক পদে নাসির উদ্দিন-২ ও ছরোয়ার হোসেন, কোষাদ্যক্ষ পদে রবিউল হক রবি, ক্রীড়া ও সাহিত্য সম্পাদক পদে মাসুদুর রহমান রানা এবং কার্যনির্বাহী সদস্য পদে নজরুল ইসলাম বকুল, মফিজুর রহমান মফিজ, আব্দুল জব্বার ও শরিফুল ইসলাম-১ নির্বাচিত হয়েছেন।

অপরদিকে, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ঐক্য পরিষদের মনোনীত প্রার্থী গ্রন্থাগার সম্পাদক পদে মশিউর রহমান পারভেজ, কার্যনির্বাহী সদস্য পদে মাসুদুর রহমান ও সৈয়দ ফারুক উদ্দিন আহম্মেদ নির্বাচিত

হয়েছেন। গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত ভোটগ্রহন শেষে ভোট গণনা শুরু হয়। নির্বাচনে ২০৭ জন ভোটারের মধ্যে ১৯৬ জন ভোটার ভোট প্রদান করেন। নবনির্বাচিত কমিটি ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে দায়িত্ব পালন করবেন।

তিন প্রজন্মের শিল্পীর রংতুলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিবাদ

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রংতুলি হাতে মাঠে নেমেছে ময়মনসিংহের তিন প্রজন্মের শিল্পী সমাজ। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের শেকড় ময়মনসিংহের পুরনো ব্রহ্মপুত্র পাড়ের জয়নুল উদ্যানের ভেতর দিনব্যাপী এই আয়োজনে শিল্পীরা রং তুলির আঁচড়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।

‘দেশ আমার, সিদ্ধান্ত আমার -নির্ভয়ে চলো বাংলাদেশ, এমন স্লোগানে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিল্পী সমাজ শুক্রবার সকালে ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র পাড়ের জয়নুল আবেদীন উদ্যানের বৈশাখী মঞ্চে জাতীয় সংগীত এর মাধ্যমে শুরু করে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার। ক্ষুদে শিল্পীদের চিত্র অংকন প্রতিযোগিতা আর তিন প্রজন্মের শিল্পীদের চিত্র প্রদর্শনীতে রং তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলা হয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আগ্রাসনের ভয়াবহতা। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও শিল্পীদের চিত্র কর্ম প্রদর্শন ছাড়াও দিন ব্যাপী এ আয়োজনের মধ্যে ছিল কবিতা পাঠ, নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাম্রাজ্যবাদ রুখে দেয়ার এমন আয়োজনের যুক্ত হতে পেরে খুশি শিল্পীরা।

আয়োজক কর্মী আমিনুল হাসান লিটু জানান, বাংলাদেশ ও বিশ্বরাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মোড়ল সেজে নির্লজ্জভাবে খবরদারি করার অপচেষ্টা এবং নানা দেশের যুদ্ধে মানবিক বিপর্যয়ে ক্ষুব্ধ চারুশিল্পীরা। বাংলাদেশ তৃতীয়-বিশ্বভুক্ত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পর থেকেই সাম্রাজ্যবাদীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। তারা সংঘবদ্ধভাবে এদেশের প্রতিটি

কাজে, প্রতিটি সিদ্ধান্তে নগ্নভাবে হস্তক্ষেপ করছে, বাধা প্রদান করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জয়নুল-কামরুলের অনুসারী চারুশিল্পীরা দেশ এবং মানুষের কল্যাণে রং-তুলি-ক্যানভাস নিয়ে পথে নেমেছে।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিল্পী সমাজ ময়মনসিংহের সভাপতি মোহাম্মদ রাজন বলেন, চারুশিল্পীদের একটি জাতীয় মোর্চার পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শিল্প শিরোনামে দেশ আমার, সিদ্ধান্ত আমার, নির্ভয়ে চলো বাংলাদেশ শ্লোগানে প্রতিবাদী শিল্পকর্ম আঁকা ও শিল্পকর্মের প্রদর্শনীসহ নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে।

ময়মনসিংহ বিভাগীয় চারু শিল্পী পর্ষদের সভাপতি মোহাম্মদ রাজন জানান, নতুন ও তরুণ প্রজন্মসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরোধী জনমত গড়ে তুলতেই এই আয়োজন।

রাজধানী ঢাকা ও বিভাগীয় শহর বরিশালের পর ময়মনসিংহে শুক্রবারের এই আয়োজনে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের সৈনিক দুই শতাধিক ক্ষুদে শিল্পী ছাড়াও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিল্পীসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহের নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর ও ময়মনসিংহের শতাধিক শিল্পী অংশ নেয়।

কুষ্টিয়ায় হাতুড়ি পিটিয়ে ভাঙা হলো বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল

কুষ্টিয়ায় আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের নির্দেশে হাতুড়ি পিটিয়ে ভাঙা হলো বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিনন্দন ম্যুরাল। জেলা পরিষদের নির্মাণাধীন বহুতল ভবনবিশিষ্ট শপিং কমপ্লেক্স চত্বরে প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে সম্প্রতি নির্মিত দৃষ্টিনন্দন ম্যুরালটি ভেঙে চুর্ন-বিচুর্ন করার পর তা অপসারণ করা হয়। এতে খোদ দলীয় নেতা-কর্মীসহ শহরবাসীর মধ্যে দারুণ ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, শহরের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত থানপাড়া এলাকায়

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের পুরাতন অফিস ভবন অপসারণ করে ঐ স্থানে ২০১৮ সালে তৎকালীন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম ১৪তলা ভবনবিশিষ্ট আধুনিক শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ শুরু করেন। ইতিমধ্যে প্রকল্পটির প্রায় ৯০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

এ ছাড়া নির্মাণাধীন শপিং কমপ্লেক্সের পূর্বদিকের উন্মুক্ত স্থানে নির্মাণ করা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ম্যুরাল। কিন্তু পরবর্তীতে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদ বর্তমান চেয়ারম্যান সদর উদ্দিন খান বহুতল ঐ ভবনের পূর্বপাশসহ নির্মিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালের পেছন দিকে নকশাবহির্ভূত ৬/৭টি একতলা দোকান-ঘর নির্মাণ করে তা বরাদ্ধ দেন। শুধুমাত্র বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সাধনে নকশাবহির্ভূত ঐ দোকানগুলোর সামনে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল থাকায় যাতায়াতের পথটি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নির্দেশে নিয়োজিত শ্রমিকরা গত তিন দিন যাবৎ বড় হাতুড়ি পিটিয়ে ম্যুরালটি পুরোপুরি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। অবশ্য ঐ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আত্মরক্ষার জন্য নির্মাণাধীন বহুতল শপিং কমপ্লেক্স ভবনের সামনের দেওয়ালে বঙ্গবুন্ধুর একটি প্রতিকৃতি স্থাপন করেন। এতে শহরবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

ক্ষোভ প্রকাশ করে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা সোহেল রানা জানান, জাতির পিতা বঙ্গুবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান আমাদের দেশ স্বাধীন করেছেন। তার ম্যুরাল ভাঙার ঘটনাটি বড় অন্যায় ও খুবই দুঃখজনক।

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি হাজী রবিউল ইসলাম ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়ে বলেন, সামান্য অর্থের লোভে হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে বর্তমান চেয়ারম্যান সদর উদ্দিন খান বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিন্দন ম্যুরাল ভেঙে চরম অপরাধ করেছেন। ধৃষ্টতাপূর্ণ এই অপরাধের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপসহ বিচার প্রার্থনা করেন।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সদর উদ্দিন খানের বক্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করা হলেও পাওয়া সম্ভব হয়নি।

তবে জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জয়নুল আবেদিন সত্যতা স্বীকার করে জানান, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অবগত নই। তবে সৌন্দর্যবর্ধনে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নির্দেশে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালটি ভাঙা হয়েছে বলে তিনি জানান।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজা জানান, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল অপসারণ কিংবা স্থাপনের ক্ষেত্রে ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের অনুমতি বাধ্যতামূলক। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, গত ২০১৯ সালে বঙ্গবন্ধুর এই ম্যুরালটি প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়।

রাজধানীতে হরতালের প্রভাব নেই, সড়কে যানজট

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল প্রত্যাখ্যান করে বিএনপি-জামায়াত জোটের ডাকা ৪৮ ঘণ্টা হরতালের প্রথম দিন রবিবার রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়কে সকাল থেকেই যানবাহনের চাপ ছিলো। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে সেই চাপ। হরতালকে উপক্ষো করে রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

রবিরবার সকালে রাজধানীর গাবতলী, মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড, আসাদগেট, মিরপুর সড়ক, ফার্মগেট, বিজয়সরণি, কারওয়ানবাজার, বাংলামোটর, প্রেস ক্লাব, পল্টন, গুলিস্তান, দৈনিক বাংলা, মতিঝিল এলাকা ঘুরে দেখা গেছে ব্যক্তিগত যানবাহনের পাশাপাশি গণপরিবহণও চলছে সমানতালে। সকাল ১১ টায় রাজধানীর মৎস্যভবন মোড় থেকে পল্টন মোড় পর্যন্ত যানবাহনের দীর্ঘ যানজট লেগে যায়। এসময় হরতালের সমর্থনে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্যের একটি ছোট মিছিল পল্টন থেকে প্রেস ক্লাব হয়ে কদম ফোয়ারা ঘুরে আবারও পল্টনের দিকে যেতে চাইলে জ্যামের করেণে বাধাগ্রস্থ হয়। দীর্ঘ সময় জ্যামের মধ্যেই আটকে থাকে আন্দোলনকারীরা।

হরতালের কারণে অফিসে যেতে বিলম্বে হচ্ছে জানিয়ে মোহাম্মদপুর থেকে আসা রুবেল আহমদ বলছিলেন, সকালে গাড়ি থাকলেও সংখ্যায় কম থাকায় যাত্রীদের চাপ ছিলো বেশি। যার ফলে নির্ধারিত সময়ে আসতে

পারিনি। মিরপুর থেকে আসা বেসরকারি চাকরিজীবী রুখসানা জানান, তাকে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। রাস্তায় সময়ও নষ্ট হয়নি। মিরপুর-১০ থেকে মেট্রোরেলে করে অল্প সময়েই প্রেস ক্লাব এসে পৌঁছেছেন। উত্তরা থেকে আসা আব্দুর রহমান বলেন, তিনি জরুরি কাজে মতিঝিল আসতে সকালেই বাসা থেকে বের হয়েছেন। মেট্রোরেলে করে ৩০/৩৫ মিনিটেই মতিঝিল পৌঁছে গেছেন। কাজ শেষ করে আবার মেট্রোরেলেই উত্তরায় ফিরে যাবেন বলে জানান তিনি।

এদিকে মোহাম্মদপুর এলাকার স্কুল পাড়া হিসেবে পরিচিত আসাদ এভিনিউ, ইকবাল রোডসহ আশপাশের এলাকায় সকাল থেকে গণপরিবহণের বাইরে ব্যক্তিগত গাড়ির চাপ ছিল। আসাদ এভিনিউয়ের দুই পাশে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখো গেছে। ওই এলাকার প্রায় সবকটি স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা চলছে। অভিভাবকরা অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে বাচ্চাদেরকে স্কুলে নিয়ে এসেছেন।

ওয়াইডব্লিউসিএ স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক শরীফ কাজী জানান, মেয়ের পরীক্ষা থাকার কারণে তিনি শ্যামলী থেকে মেয়েকে নিয়ে স্কুলে এসেছেন। বৃহস্পতিবার হরতালের কারণে স্কুল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা না নিলেও আজকে ঠিকই পরীক্ষা নিচ্ছেন। শরীফ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এই বার্ষিক পরীক্ষার সময় এসব হরতাল-অবরোধ মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলেছে। রাজধানীতে হরতালের কোনো প্রভাব নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, গাড়ি চললেও সমস্যা হচ্ছে আতঙ্ক। এই যে, কখন কোথায় গাড়িতে আগুন দেয় সেটা তো কেউ বলতে পারে না। তাই একটা বড় ঝুঁকি নিয়েই বের হতে হয়।

ফের রগ কাটার রাজনীতি: যুবলীগ নেতাকে হাত-পায়ের রগ কেটে হত্যা

বিএনপি ও জামায়াত-শিবির আবারও রগ কাটার রাজনীতি শুরু করেছে। গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে যুবলীগ নেতার হাত-পায়ের রগ কেটে হত্যা করেছে তারা। এসময় আরেকজনকে আহত করা হয়। এই সুন্দরগঞ্জে ২০১৩ সালে

জামায়াত নেতা সাঈদীর ফাঁসির রায়কে কেন্দ্র করে তাণ্ডব চালিয়েছিল তারা। ওই সময় চার পুলিশ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা করেছিল জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসীরা।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সোনারায় ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম এক সঙ্গীকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। রবিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে তারা বামনডাঙ্গা- সুন্দরগঞ্জ সড়কের শাখামারা ব্রিজ এলাকায় তার উপর হামলার শিকার হন। প্রথম ৭-৮ জন হঠাৎ রশি টেনে মোটরসাইকেল গতিরোধ করে। এরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে জাহিদুলের দুই হাত ও দুই পায়ের রগ কেটে দেয় এবং মাথাসহ শরীরে একাধিক কোপ দেয়। লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আহত করা হয় তার সঙ্গে থাকা কবিরকে। পরে স্থানীয় লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় তাদেরকে উদ্ধার করে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। এরপর জাহিদুলকে দ্রুত রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে রাত পৌনে ৩টার দিকে মারা যান তিনি।

সুন্দরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আশরাফুল আলম সরকার লেবু বলেন, ‘ঘটনাটি পরিকল্পিত। হামলার সময় জাহিদুল কয়েকজনকে চিনতে পেরেছিলেন। এদের মধ্যে মুছা, সামু, ইমতিয়াজ ও খাদেমুল জামায়াত, শিবির ও বিএনপি কর্মী। অন্য হামলাকারীরা জামায়াত-শিবিরের কর্মী।’

সুন্দরগঞ্জ থানার ওসি কে এম আজমিরুজ্জামান বলেন, ‘গুরুতর আহত অবস্থায় জাহিদুলকে যখন হাসপাতালে আনা হয় তখন তিনি হামলাকারী কয়েকজনের নাম বলেছেন। এরমধ্যে মুছা, সামু, ইমতিয়াজ ও খাদেমুল জামায়াত-শিবির কর্মী। তাদের ধরা গেলে অন্য হামলাকারীদের চিহ্নিত ও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে।’

২০১৩ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি মানবতাবিরোধী অপরাধে জামায়াত নেতা দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর ফাঁসির আদেশের পর সুন্দরগঞ্জে জামায়াত-বিএনপির নেতা-কর্মীরা তাণ্ডব চালায়। দফায়-দফায় হামলা, অগ্নিকাণ্ড আর লুটপাট চালানো হয় বামডাঙ্গা রেল স্টেশন, আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়, মুক্তিযোদ্ধা কার্যালয় ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে। এক পর্যায়ে কুপিয়ে হত্যা করা পুলিশ সদস্য তোজাম্মেল হক, নজিম উদ্দিন, বাবলু মিয়া ও হযরত আলীকে।

আশির দশকের গোড়ার দিকে রগ কাটার সন্ত্রাস শুরু করেছিল জামায়াত-শিবির। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য মতের ছাত্র নেতাদের হাত-

পায়ের রগ কাটা, গান পাউডার ব্যবহার করে পুড়িয়ে মারা এবং খুনের পর ম্যানহোলে লাশ ফেলে দিতো শিবির। পরবর্তীতে তারা সারাদেশে এই অপকর্ম চালিয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের গনশৌচাগার থেকে নবজাতক উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের গনশৌচাগার থেকে এক নবজাতক মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার (১১ নভেম্বর) রাত আড়াইটার দিকে হাসপাতালের নতুন ভবনের পঞ্চমতলার মহিলা মেডিসিন ওয়ার্ডের গনশৌচাগার থেকে উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) এ এস এম ডা. ফাতেহ আকরাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, গতকাল শনিবার গভীর রাতে গনশৌচাগার থেকে পাওয়া নবজাতকটি উদ্ধার করে কর্মরত নার্স ও স্বেচ্ছাসেবীরা। বর্তমানে সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছে। নবজাতকটি আমাদের সিনিয়র স্টাফ নার্স সাবিনা ইয়াসমিন রেখার কাছে আছে। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। তারা পরিচয় শনাক্তে কাজ করছে।

মহিলা মেডিসিন ওয়ার্ডের স্বেচ্ছাসেবী রেশমা খাতুন ঢাকা রাত আড়াইটার দিকে এক রোগী গনশৌচাগারের যান। সেখানে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনে আমাদেরকে জানান। আমি গিয়ে দেখি শৌচাগারের (কমোডের) মধ্যে নবজাতকের মাথা ও বাইরে দেহ ছিল। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে জরুরি বিভাগে চিকিৎসা শেষে শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়।

তিনি আরও বলেন, ধারণা করা হচ্ছে শৌচাগারে মেয়ে বাচ্চাটি ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তবে আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি, বাচ্চার মাকে পাওয়া যায়নি। তবে এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল জুড়ে বইছে সামালোচনা।